POLITICAL SCIENCE (HONS.)- 5TH SEM
DSE-1: India's Foreign Policy in a Globalizing World

Topic no IV: India in South Asia: Debating Regional Strategies

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত: আঞ্চলিক কৌশল নিয়ে বিতর্ক

BY – SHYAMASHREE ROY

ভারত আজ বেশ কয়েকটি ট্রান্স-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ের সদস্য। ভারত বাড়ার সাথে সাথে স্বীকৃতিও আছে যে তার নিজস্ব স্বার্থের জন্য এটি আরও বিস্তৃত আঞ্চলিক পাশাপাশি বিশ্ব স্বার্থ বিবেচনা করা উচিত। একদিকে, ভারত আজ বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক বহুপক্ষীয় প্রক্রিয়াটিকে উদীয়মান শক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাশা পূরণের জন্য বাইরের বিশ্বের সাথে জড়িত থাকার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দেখছে। অন্যদিকে, ভারতের নিজস্ব উদীয়মান আকাঙ্ক্ষাগুলি মেটাতে বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলি দরকার। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতির একটি 'নতুন আখ্যান' হ'ল পশ্চিমা দেশ থেকে প্রাচ্যে 'পাওয়ার শিফট'। অন্যান্য উদীয়মান শক্তির মতো, ভারতের 'ইচ্ছুকতা' এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণের 'ক্ষমতা' নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে, এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার মতো ইস্যুতে ভারত বিশ্ব পরিচালনায় সক্রিয় অবদান রাখছে। ভারতের উত্থানের বৈপরীত্যটি হ'ল বৈশ্বিক শাসনে তার ভূমিকার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ইতিবাচক প্রবণতা থাকলেও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা ভূ-রাজনীতিতে আবদ্ধ। দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যেখানে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্যান-দক্ষিণ এশীয় সংস্থা সার্ক (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা) এর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এটি এখনও একটিও সার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি। মে 2017 সালে প্রবর্তিত দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইটটি পয়েন্টের ক্ষেত্রে। সার্ক কাঠামোর ব্যর্থতার অর্থ হ'ল পুরোপুরি বন্ধ না হলে আঞ্চলিক প্রশাসনে ভারতের অবদানের দক্ষতা মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ। যেহেতু ভারতের কৌশলগত স্বার্থ দক্ষিণ এশিয়া এবং তার বাইরেও প্রসারিত হচ্ছে, সে নিজেকে উদীয়মান চীনের সাথে প্রত্যক্ষ ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় আবিষ্কার করেছে যার আগ্রহ এবং প্রভাব এই অঞ্চলগুলিতে দ্রুত বাড়ছে। আঞ্চলিকতা - ধারণা 'অঞ্চল' ধারণা শৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলার চেয়ে আলাদা। তবে এটি তুলনামূলক রাজনীতিতে হোক বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ পণ্ডিত একমত যে অঞ্চলগুলি সামাজিকভাবে নির্মিত। যেমন হিটনে (২০০৫, p.544) এটিকে বলা হয়েছে: '... সমস্ত অঞ্চল সামাজিকভাবে নির্মিত এবং সেহেতু রাজনৈতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' 'কারণ অঞ্চলগুলি নির্মিত হয়, তাই অঞ্চল বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নির্ভর করে' রাজনৈতিক অভিনেতারা কীভাবে কোনও ধারণাকে উপলব্ধি করে এবং ব্যাখ্যা করে? অঞ্চল এবং 'অঞ্চল' এর ধারণাগুলি। তদুপরি, এই দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বে প্রযুক্তির দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে চালিত ও আকার ধারণ করা, কিছু পর্যবেক্ষক অনুমান করেন যে 'অঞ্চল' ধারণাটি মূল পরিবর্তন আনতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে 'ভার্চুয়াল অঞ্চলগুলি' থাকতে পারে যেখানে ভাগ বা আগ্রহী ব্যক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস রয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোরাম গঠনে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ একত্রিত হয়। তবুও, অঞ্চলের সংকীর্ণ সংজ্ঞাতে, 'ভৌগলিক সান্নিধ্যের' উপাদানটিকে প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা হয়। অঞ্চল হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভৌগলিক 'দৃষ্টি' এর স্পষ্টতা নেই, অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া যেখানে শুরু হয়েছিল এবং কোথায় এটি শেষ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অঞ্চলের উপাদানগুলির উপর জোর

ভৌগলিক থেকে 'অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং আদর্শিক চরিত্রের' দিকে চলেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলে দক্ষিণ এশিয়া নাটকীয় হয়েছে। এটি এমন একটি অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যা "রাজনৈতিক বিভেদ এবং কৌশলগত গোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত", অন্যান্য আঞ্চলিক প্রকল্পগুলির মতো নয় যেখানে "... রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্প্রীতি [রূপগুলি] সুরক্ষা এবং কৌশলগত অঞ্চলেরগুলি সহ, ঘনিষ্ঠ এবং ব্যাপক সহযোগিতা সংযোগকে উদ্দীপিত ও সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান" । দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ের ধারণাটি এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক ও কৌশলগত বিভেদ সার্কের অস্তিত্বের তিন দশক পরেও আজকে প্রভাবিত করে। এই বৈশিষ্ট্যটির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়া একটি 'আসল' অঞ্চলের পরিবর্তে একটি 'আনুষ্ঠানিক' অঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াকে 'অঞ্চল' হিসাবে সংজ্ঞায়নের ভিত্তি হিসাবে সার্কের অস্তিত্ব কিন্তু এর সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অংশীদারি কৌশলগত স্বার্থের অভাবের কারণেই ধারণা আঞ্চলিক সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে, কোপেনহেগেন বিদ্যালয়ের 'আঞ্চলিক সুরক্ষা কমপ্লেক্স থিওরি' (আরএসসিটি) ব্যাখ্যা করেছে যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব দক্ষিণ এশিয়া সুরক্ষা কমপ্লেক্সকে সংজ্ঞায়িত করে। দক্ষিণ এশিয়ার সুরক্ষা গতিবিদ্যার এই 'প্যাটার্ন' বদলেনি, তবে এর উত্থানের সাথে সাথে ভারতের সুরক্ষার স্বার্থ দক্ষিণ এশিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে। একদিকে যেমন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতিগুলির কাছে পৌঁছানোর জন্য ভারতের নিজস্ব স্বার্থ এবং অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রবেশিকা, অন্যদিকে ভারত ও চীন উভয়ের মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরদার করেছে। উপমহাদেশের পাশাপাশি বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে। তাই, 'এশিয়ান সুপারকম্পলেক্স' এ নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রয়েছে। এই কৌশলগত প্রেক্ষাপটেই আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ভারতের উপলব্ধি বিকশিত হচ্ছে। 1970-এর দশক পর্যন্ত বিদ্যমান 'মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা ও সুরক্ষা জোটের উপর সংকীর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা' থেকে 'আঞ্চলিকতাবাদ' ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনাটি আবির্ভূত হয়েছিল যা "নতুন আঞ্চলিকতা" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। নতুন ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে হেটেন এবং সাদারবাউম উল্লেখ করেছেন যে শীতল যুদ্ধের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উত্থিত 'পুরাতন আঞ্চলিকতা'র বিপরীতে বহুবিধতা সহ বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির উত্থানের কারণ ঘটেছে নতুন আঞ্চলিকতা।

ভারতের বিকশিত আঞ্চলিক পদ্ধতি

দ্বিপথের রাজনীতি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিকতার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক আকার দিয়েছে। ভারত প্রতি ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ধারণার বিরোধী ছিল না, তবে ভারতীয় নেতৃত্বের জন্য তখন 'অঞ্চল' ধারণাটি অনেক বিস্তৃত ছিল যা সমগ্র এশীয় মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে শুরু করেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন 1947 সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্পর্ক সম্মেলন, ১৯৫৪ সালে কলম্বো সম্মেলন এবং বান্দুং এশিয়ান- ১৯৫৫-এর আফ্রিকান সম্মেলন। ভারতের প্রাথমিক আঞ্চলিক উদ্যোগকে নির্দেশিত যে বিস্তৃত চুক্তিগুলি এশীয় এবং আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো এবং বিশ্ব শান্তিতে অবদান রাখার জন্য কয়েকটি ধারণার

আশেপাশে ঘুরেছিল। তবে কোনও ভৌগলিক ক্ষেত্র বা 'আঞ্চলিক স্পষ্টতা' নির্ধারণের অভাব এবং 'সম্মিলিত সুরক্ষা'র কোনও প্রকারের আপত্তি বোঝার অর্থ এই যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারেনি তদুপরি, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি এশীয় আঞ্চলিকতার দিকে রাজনৈতিকভাবে ওরিয়েন্টেড ও আদর্শিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছিল সামান্যতম।

নেহেরুর অঞ্চল গঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, অনুমান করা হয়েছিল যে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীরা একটি এশীয় আঞ্চলিকতা তৈরির প্রচেষ্টাতে ভারতে যোগদান করবে। নেহেরু যখন একটি 'দক্ষিণ এশিয়া ফেডারেশন' করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনও তাঁর 'দক্ষিণ এশিয়া' সম্পর্কে ধারণাটি আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক এবং মায়ানমারকে কেবলমাত্র শেষ দেশটির সাথে জমি সীমানা ভাগ করে নিয়ে জড়িত। তদুপরি, এশিয়াতে অঞ্চল গঠনে নেহেরুর সক্রিয় অংশগ্রহণ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলির সাথে চ্যালেঞ্জগুলির সাথে মিলিত হয়েছিল। আঞ্চলিকতার প্রতি ভারতের প্রচেষ্টার প্রতি ছোট দেশগুলির নেতিবাচক মনোভাবের অর্থ ভারত আঞ্চলিকতা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে বিরত ছিল ।

এমনকি ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকায়, ১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে একটি আঞ্চলিক ফোরামের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এবং এই চিন্তাভাবনা গতি অর্জন করেছিল। দুটি কারণেই ভারত প্রাথমিক দ্বিধা দেখিয়েছিল। প্রথমত, ভারত উদ্বিগ্ন ছিল যে কোনও আঞ্চলিক সংস্থা ছোট প্রতিবেশীদের এর বিরুদ্ধে 'গ্যাং আপ' করতে পারে। দ্বিপক্ষীয়তার সবচেয়ে পছন্দের পদ্ধতির অবহেলা এবং 'আঞ্চলিকীকরণ' দ্বিপক্ষীয় ইস্যুগুলির জন্য উন্মুক্ত কক্ষকে ঘৃণা করে আশেপাশের প্রতিবেশীদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে এর পদ্ধতির সরাসরি প্রভাব ফেলবে। দ্বিতীয়ত, ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গঠনের বিষয়েও সতর্ক ছিল। এটি অনুভব করেছে যে এটি এর "বিদেশ সম্পর্কিত স্বাধীনতা" প্রভাবিত করতে পারে সার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভারত 'সকল স্তরের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সর্বসম্মতি, দ্বিপক্ষীয় এবং বিতর্কিত বিষয়কে বাদ দিয়ে এবং বাহ্যিক সহায়তা বা হস্তক্ষেপের জন্য সর্বসম্মত অনুমোদনের' বিষয়টি নিশ্চিত করার পরে আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আঞ্চলিক ফোরামের নীতিগুলি । সার্কের জন্ম দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার এক নতুন অধ্যায়কে চিহ্নিত করেছে। এটি এই অঞ্চলের সাতটি দেশ প্রতিনিধিত্ব করে প্রথম আঞ্চলিক সংস্থা।

দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত জাতির সাথে ঘনিষ্ঠ historical/তিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক সম্পর্ক ভাগ করে নেওয়ার ফলে এই অঞ্চলটি ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের পাশাপাশি বাইরের বিশ্বে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও সমালোচিত রয়েছে। সার্ক প্রকল্পের কাজটি করার জন্য নয়াদিল্লির নিজস্ব স্বার্থও রয়েছে। এর কারণ সার্কের ভবিষ্যতের প্রতি ভারতের বিশ্বাস এতটা নয়, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'ভারতের নির্দেশে একটি মৃত সার্ক কেবল ভারতের প্রতিবেশী নীতিকে আরও কঠিন করে তুলবে এবং এর আন্তর্জাতিক চিত্র আরও অপ্রতিরোধ্য'। নতুন চিন্তার মূলগুলি "গুজরাল মতবাদ" এ পাওয়া যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে, পারস্পরিক সাফল্যের সন্ধান ছাড়াই ভারতের ছোট প্রতিবেশীদেরকে ভাল বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছিল। অতীতে, ভারত সার্ক সম্পর্কে আগ্রহী না হওয়ার অন্যতম কারণ তার বিশ্বাসের ফলস্বরূপ যে, 'কোনও সার্কের ব্যবস্থা থেকে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করতে পারে না' একটি মূল নীতি যা ভারতকে

নির্দেশিত করেছিল নব্বইয়ের দশকের পর থেকে নতুন আঞ্চলিক পদ্ধতির বিষয়টি ছিল 'সম্মিলিত সমৃদ্ধি' ধারণা। এমনকি ভারতীয় নেতাদের বক্তৃতায় যৌথ আঞ্চলিক সমৃদ্ধি আসতে শুরু করলেও সার্কের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'নতুন আঞ্চলিকতা'র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হ'ল'- উপ-আঞ্চলিক পদ্ধতির ধারণা দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতা গড়ে তোলার নতুন পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কেউ কেউ এটিকে 'দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংহতকরণের উপ-আঞ্চলিকতা পদ্ধতির' বলে বর্ণনা করেছেন এবং সার্ক উপ-আঞ্চলিকতার পথে নিয়েছে। 'এই পদ্ধতির ফলে নয়াদিল্লিকে সার্ক প্রক্রিয়াটি বিপর্যস্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংহতকরণের দিকে এগিয়ে যেতে আগ্রহী এমন প্রতিবেশীদের সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল।

'আঞ্চলিক সংহতি বাড়াতে এবং সার্কের মধ্যে সার্বিক উন্নয়নের প্রচারের লক্ষ্যে' চারটি সার্ক জাতি (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল) এর সাথে যুক্ত ১৯ 1997৯ সালে প্রথম এ জাতীয় 'সহযোগী উপ-আঞ্চলিকতা' দক্ষিণ-এশিয়া গ্রোথ কোয়াড্র্যাঙ্গেল (এসএজিকিউ) নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া। 2000 সালে, এসএজিকিউ-তে দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এসএএসইসি) প্রোগ্রামটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় ছয়টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের সাথে পরিবহণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, পরিবেশ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রের সহযোগিতা, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Palit & ইসলাম 2010)। এই সময়কালে, ভারত সার্ক কাঠামোর বাইরে অন্যান্য উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক ফোরামগুলিকে সমর্থন ও অংশগ্রহণেও অংশ নিয়েছিল। একই বছর এসএজিকিউ চালু করা হয়েছিল, ভারত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলির (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড) জড়িত মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন **BIMSTEC**/(বিমসটেক) এর বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভের (প্রতিষ্ঠাতা) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, টেক্সটাইল, চামড়ার উপর বিশেষভাবে আলোকপাতের সাথে বঙ্গোপসাগরের লিটারালদের মধ্যে সহযোগিতা শুরু করা বিমসটেকের মূল লক্ষ্য ছিল।

শতাব্দীর শেষে, মূল ভূখণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সাথে আরও একটি উপ-আঞ্চলিক দল গঠন করার সময় ভারত তার পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিল। 2000 সালে, ভারত মেকং দেশগুলির পাঁচটি (থাইল্যান্ড, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনাম) এর সাথে মেকং – গঙ্গা সহযোগিতা (এমজিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমজিসি পর্যটন, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং পরিবহন সংযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছে। একই বছর, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইয়েমেন, তানজানিয়া, মাদাগাস্কার এবং মোজাম্বিকের সাথে একসাথে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআর-এআরসি) চালু করেছিল। আইওআর-এআরসি'র মূল লক্ষ্য ছিল টেকসই বৃদ্ধি এবং সুষম বিকাশ; অংশীদার এবং পারস্পরিক সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে পণ্য, পরিষেবা, বিনিয়োগ, এবং প্রযুক্তির আরও ভাল ও বর্ধিত প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা এবং নিম্ন প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয়। এই উদ্যোগগুলি সূচিত করে যে ভারত তার প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহযোগিতার সুবিধাগুলি স্বীকৃত করেছে।

তবে, ভারতের আঞ্চলিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস যা ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল, বিশেষত ‘গুজরাল মতবাদ’ অনুসরণকারী ‘লুক ইস্ট’ নীতি চালু হওয়ার পরে,

কেবল 2000-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কৌশলগত মাত্রা নিয়েছিল। বিশ শতকের শেষের দিকে, নয়াদিল্লির তার আঞ্চলিক নীতি পুনরুদ্ধার করার ঝুঁকি আরও তাত্পর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে উভয় ক্ষেত্রেই ভারত এবং প্রতিবেশী অঞ্চলের বিকাশের কারণে, উভয়ই ভারতের আঞ্চলিক কূটনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। দুটি কৌশলগত কারণ, বিশেষত, ভারতের নতুন আঞ্চলিক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্যভাবে আকার দিয়েছে। স্থানীয়ভাবে, 1990 এর দশকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া দেশটিকে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাক্ষী করেছিল। নতুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রক্ষার জন্য, অন্যতম প্রধান উদ্বেগ হ'ল আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যাতে এটির বৃদ্ধিতে বাধা না ঘটে। আর একটি কৌশলগত কারণ চীন ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কিত। চীন যেমন দক্ষিণ এশিয়ায় ও এর বাইরে তার উপস্থিতি এবং প্রভাব বাড়িয়েছে, চীনের কাছে এই অঞ্চলে প্রভাব হ্রাস করার উদ্বেগও নয়াদিল্লির আঞ্চলিক গণনায় আরও বেড়েছে।

গুজরাল মতবাদ যদি বড় প্রতিবেশী হিসাবে ভারতের আরও ছোট প্রতিবেশীদের প্রতি উদার হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, তবে 'মনমোহন সিং মতবাদ' প্রতিবেশীদের সাথে ভারতের উত্থানকে ভাগ করে নেওয়ার এই ধারণা নিয়ে জোর দিয়েছিল যে এই অঞ্চলের অর্থনীতি ভারতের সাথে জড়িত এবং এই আশ্বাসের সাথে। পাড়ার অস্থিতিশীলতা ভারতের প্রবৃদ্ধিকে বিরূপ প্রভাবিত করে না। একীভূত প্রতিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নতুন আঞ্চলিক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাওয়া, 2007 সালে ভারত ঘোষণা করে যে সার্কের বৃহত্তম দেশ হিসাবে তারা পারস্পরিক প্রতিদানের উপর জোর না দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে তার বাজার উন্মুক্ত করবে এবং এই দেশগুলির ক্ষেত্রে সংবেদনশীল তালিকাটি আরও হ্রাস করবে। ভারত উপ-আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ের সাথে তার ব্যস্ততা আরও জোরদার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, উপ-আঞ্চলিক ফোরাম বিমসটেকের সদস্যপদ কেবল ২০০৪ সালে নেপাল এবং ভুটানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নয়, ফোরামে স্থায়ী সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ২০১১ সালে তৃতীয় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে Dhakaাকার অবস্থান চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলির নৌবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির (ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর) সাথে মিলনের মহড়ার আয়োজনও করে। ভারত মহাসাগরের লিটোরালদের সাথে ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতির একটি অংশ, ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল হিন্দি ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস)।

চীনের ভারত মহাসাগর অঞ্চলে দ্রুত পদক্ষেপের প্রসার এবং অপ্রচলিত সুরক্ষা হুমকির বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে, ভারতও ২০১১ সালে প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের সাথে সমুদ্রসংশ্লিষ্ট সহযোগিতা শুরু করেছে। ২০১৩ সালের জুলাইয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সামুদ্রিক সুরক্ষা সহযোগিতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরে সমুদ্রের পথগুলি সুরক্ষিত করতে সমুদ্রের সমুদ্র সহযোগিতা ভারত মহাসাগরের উদীয়মান ইস্যুতে ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, নয়াদিল্লি আইওআর লিটারালদের মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ২০১৩ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে মন্ত্রিপরিষদের 13 তম সভায় ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশনকে (আইওআরএ) এক নতুনভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়া দিল্লির ট্র্যাক 1.5। ভারত মহাসাগর সংলাপ (আইওডি) আয়োজিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ভারত মহাসাগরের আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করে মতামতের আদান-প্রদানের জন্য। একইভাবে, ভারত ২০১৩

সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রথম ত্রিপক্ষীয় সংলাপ (টিডিআইও) আয়োজিত হয়েছিল। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের (ইএএস) সদস্য হয়ে ওঠার পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌশলগত সংলাপ ও সহযোগিতার জন্য ফোরাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে এই অঞ্চলের উদীয়মান অর্থনৈতিক স্থাপত্য গঠনে ভারতের ভূমিকা আরও প্রকাশিত হয় , সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সাধারণ আঞ্চলিক উদ্বেগ এবং আঞ্চলিক স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। '

ইএএসের কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ছয়টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রকে ভারত সমর্থন করেছে যার মধ্যে পরিবেশ ও শক্তি, শিক্ষা, অর্থ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সমস্যা এবং মহামারী রোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আসিয়ান সংযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ২০১২ সালে, আসিয়ান এবং ভারত অন্তর্ভুক্ত আসিয়ানের ছয়টি এফটিএ অংশীদাররা আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (আরসিইপি) চালু করেছিল এবং আরসিইপি আলোচনায় ভারত সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ এশিয়ার দিকে 'নেবারহুড ফার্স্ট' পদ্ধতির প্রবর্তন করে একীভূত প্রতিবেশের দিকে প্রয়াসকে নতুন ধাক্কা দিয়েছিলেন এবং বৃহত্তর ইন্দো-তে উদীয়মান সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক গতিবেগকে রূপ দেওয়ার জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি 'আইন পূর্ব' নীতি (ভটনগর ও পাসি 2016) এর মাধ্যমে। দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে, সার্কের পুনরুজ্জীবনের নতুন আশা জাগানো হয়েছিল যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং কাঠমান্ডুতে আয়োজিত ১৮ তম সার্কে তাঁর বক্তৃতার পরে (সিধু ও মেহতা ২০১৪)। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ঘটনা সূচিত করে যে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংহতকরণের দিকে এগিয়ে যেতে আগ্রহী। ২০১৪ সালে কাঠমান্ডু শীর্ষ সম্মেলনে যখন সার্ক-মোটর যানবাহন চুক্তি (এমভিএ) নিয়ে পাকিস্তান তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল, তখন ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ শুরু করেছিল এবং ২০১৫ সালে বিবিআইএন-এমভিএতে স্বাক্ষর করেছে। উদ্যোগ, ভারত দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহের তার 'উপহার' দিয়ে প্রতিবেশীদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছে যা প্রতিবেশীরা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। এখানে আবার, পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যা এই প্রকল্প থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। স্যাটেলাইট সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে তাঁর সরকারের উদ্দেশ্যটি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তবে 'বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে' প্রসারিত এবং 'উপগ্রহের সক্ষমতা এবং এটি সরবরাহকারী সুযোগগুলি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বিকাশ অগ্রাধিকার '(ENS 1 মে 2017)। ৫ মে ২০১ the স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, 'উন্নত মহাকাশ প্রযুক্তি [দক্ষিণ] এশিয়ার আমাদের ভাই-বোনদের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির কারণ ছিল...। এই লঞ্চটির সাথে আমরা আমাদের অংশীদারিত্বের সর্বাধিক উন্নত সীমানা তৈরির যাত্রা শুরু করেছি '(ইএনএস 7 মে 2017)।

উপ-আঞ্চলিক স্তরে মোদী সরকার এই অঞ্চলে সংহতকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আইন পূর্ব নীতি হিসাবে অংশ হিসাবে বিমসটেক, এসইএসইসি / বিবিআইএন এবং এমজিসি-র মতো আরও গ্রুপিংকে আরও জোরদার করেছে।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে, মোদী সরকার সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং ইন্টিগ্রেটেড সামুদ্রিক সুরক্ষা সমন্বয় প্রচারের জন্য বড় নীতিগত উদ্যোগ নিয়েছে। 2015 সালে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাগর (সুরক্ষার জন্য এবং অঞ্চলের সকলের জন্য প্রবৃদ্ধি) রূপরেখার হয়েছিল। ভারত তৈরির টহল জাহাজ ব্যারাকুডা কমিশন চালু করার সময় যে ভারত মরিশাসে রফতানি করেছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন: 'আমাদের লক্ষ্য আস্থা ও স্বচ্ছতার আবহাওয়া অনুসন্ধান করা; সমস্ত দেশ কর্তৃক আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বিধি ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা; একে অপরের স্বার্থ সংবেদনশীলতা; সামুদ্রিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান; এবং সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধি '। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামুদ্রিক সহযোগিতার জন্য আঞ্চলিক প্রক্রিয়া জোরদার করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্কেচ করেছেন এবং ভারত-শ্রীলঙ্কা-মালদ্বীপ ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে যোগ দিতে 'মরিশাস, সেশেলস এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলির" জড়িত থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

BAY OF BENGAL INITIATIVE FOR MULTI-SECTORAL TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION (BIMSTEC)/বিমসটেক: ভারতবর্ষের আঞ্চলিকতার পথে

আঞ্চলিক গ্রুপিং সার্ক সামান্য অগ্রগতি অর্জনের ফলে, আঞ্চলিক সংহতকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপ-আঞ্চলিকতার ধারণাটি দক্ষিণ এশিয়া এবং তার বাইরেও ভারতের আঞ্চলিক সংহতকরণের প্রধান চালক হয়ে উঠেছে। এটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশাপাশি সুরক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে। বিমসটেক আঞ্চলিকতার প্রতি ক্রমবর্ধমান পদ্ধতির একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। সাত সদস্যের বিমসটেকের অনন্য অবস্থানটি নয়াদিল্লির কূটনৈতিক ক্যালকুলাসে নিজেকে উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করে। ভারতের বিমসটেকের কৌশলগত প্রশংসনীয় বিষয়টি ভারতের উপ-অঞ্চলগুলির (ইয়াহোম 2017) মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। বিমসটেক ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-অঞ্চল - নেপাল এবং ভুটানকে হিমালয় উপ-অঞ্চলে সংযুক্ত করেছে; বঙ্গোপসাগর উপ-অঞ্চলে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ; এবং মেকং উপ-অঞ্চলে মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড। বিমসটেক একমাত্র ফোরাম যা ভারতের কৌশলগত পেরিফারিগুলি (দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তর) একক গ্রুপের অধীনে একত্রিত করে। চীন ও পাকিস্তানের মতো আঞ্চলিক খেলোয়াড় বিমসটেকের সদস্য না হওয়ায় এটি ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগকেও উপসাগরীয় করে তোলে।

সাম্প্রতিক একটি ইভেন্ট যা ভারতের আঞ্চলিক পদ্ধতির বিমসটেকের কেন্দ্রিকতার পরিচয় দেয় তা হল মোদি সরকারের উদ্যোগে বিমসটেক নেতাদের ভারতে আয়োজিত ব্রিকস আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে 2016 October সালের অক্টোবরে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নয়া দিল্লির সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করে। প্রথমত, নয়াদিল্লির ইসলামাবাদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টার মধ্যেও সার্ক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে উদ্দেশ্যটি পরাস্ত হত। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী সার্ক নেতাদের তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকে ভারতের আঞ্চলিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু বদলেছে। দ্বিতীয়ত, দিল্লির কাছে উপ-আঞ্চলিক বিবিআইএন উদ্যোগের নেতাদের আমন্ত্রণ করার বিকল্প রয়েছে, এটি শ্রী সহ অন্যান্য প্রতিবেশীদের ছেড়ে চলে যেতে পারত লঙ্কা ও মায়ানমার। দিল্লি আরও পূর্ব দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে এবং এমজিসি বা ভারত-আসিয়ান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আসিয়ানের দেশগুলির নেতৃত্বে মেকং দেশগুলির নেতাদের আমন্ত্রণ জানত। তবে, তখনই প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন

নয়াদিল্লি তার আশেপাশের প্রতিবেশীদের উপেক্ষা করেছে। তদুপরি, ভারত-আসিয়ান অংশীদারিত্ব এবং এমজিসি হ'ল ফোরামগুলি কেবলমাত্র ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিকে যুক্ত করেছে যেগুলি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সদস্যপদ ছাড়াই রয়েছে। বিমসটেক নেতাদের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোও সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করে যে বিমসটেকের প্রতিনিধিত্ব করা উপ-অঞ্চলগুলি ভারতের পিছিয়ে রয়েছে যেখানে এর আদিত্বকে সম্মান করা উচিত।

এই ভূ-কৌশলগত অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত স্বার্থ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের নিজস্ব ঘরোয়া স্বার্থের পাশাপাশি এই ভূ-কৌশলগত উপ-অঞ্চলে চীনা প্রভাব ও উপস্থিতির কারণে উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন ফ্যাক্টর এই উপ-অঞ্চলের দেশগুলির সাথে ভারতের ব্যস্ততার ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগের একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সার্ক-এমভিএ এবং দক্ষিণ এশিয়ার উপগ্রহের বিরোধিতা করে যেখানে ভারত জড়িত সেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশীদার হওয়ার ইচ্ছুকতা ইসলামাবাদের স্পষ্টতই প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা সীমানা অবধি তার খিল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ ছাড়াই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যদিও ভারত যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়িয়ে তুলতে এবং ২০১১-২০১৩ সালে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য. দিল্লির কৌশলগত জায়গাগুলি চালাতে এবং তার আঞ্চলিক কূটনীতিকে নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতা, বিশেষত 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি মূলত এর পূর্ব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাথে তার ব্যস্ততার উপর নির্ভর করবে। বিমসটেক সহ অন্যান্য আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক ফোরামে যেখানে ভারত সদস্য, এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য প্ল্যাটফর্ম।

প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ

চীন যদি ভারতকে এই অঞ্চলে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চাপ দিচ্ছে, তবে প্রশ্নটি হচ্ছে, চীন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতিতে ভারত কি আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে? যে কেউ তর্ক করতে পারে যে তার আঞ্চলিক পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করার জরুরিতা চীন ছাড়া তার আঞ্চলিক ক্যালকুলাসে অনুপস্থিত ছিল। তবে একই সাথে, এই সত্য অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে ভারত ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উদ্যোগ নিজস্ব স্বার্থ এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বার্থের জন্য, বিশেষত মেরিটাইম ডোমেনের মতো ক্ষেত্রে। এমনকি আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার জন্য ভারতের প্রথাগত বাধা নিষেধাজ্ঞাগুলি যেমন ছড়িয়ে পড়েছে তেমনি বেশ কয়েকটি ইস্যু আঞ্চলিক নেতা হিসাবে ভারতের ভূমিকার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার তিহ্যবাহী ইস্যু যেমন আঞ্চলিক বিরোধ (বিশেষত কাশ্মীরের বিরোধ), পাকিস্তানের সাথে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পের ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পেতে পারে) এবং তার ছোট প্রতিবেশীদের সাথে আস্থার অভাব। বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে, চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হ'ল এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নেতৃত্বের জন্য দু'জনের প্রতিযোগিতা হওয়ায় এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামুদ্রিক, শক্তি, জল, সাইবার, স্পেস এবং সুরক্ষা সহ মূল ক্ষেত্রগুলিতে আঞ্চলিক প্রশাসনের উন্নতির জন্য ভারত ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে কোনও কমিউনিটি বিল্ডিং প্রকল্পে অঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দক্ষিণ এশিয়া, মেকং অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপ দেশগুলিতে ভারতের বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সু আঞ্চলিক প্রশাসনে অবদান রাখে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক দলবদ্ধকরণে টেকসই উন্নয়ন এবং পরিচালনা ভারতের সহযোগিতার মূল বিষয় এবং এটি জল এবং জ্বালানির মতো আঞ্চলিক

পর্যায়ের উপর প্রভাব ফেলবে। আঞ্চলিক সহযোগিতায় এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কেবল জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্র-স্তর বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট, খাদ্য সুরক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে বৃদ্ধি পাবে যে দেশগুলিকে উদীয়মান 'উন্নয়নের রূপ দিতে একত্রে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে এই অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদের আখ্যান।

সম্ভবত, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আঞ্চলিক সামুদ্রিক সুরক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা সর্বাধিক দৃশ্যমান এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত কেবল আঞ্চলিক সামুদ্রিক সুরক্ষা সম্পর্কিত আলোচনাকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও উদ্যোগ দিচ্ছে না, তবে বাংলাদেশের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সমুদ্র প্রশাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতিগুলির প্রতি দেশের সম্মান প্রদর্শন করেছে। শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের মতো নিকটবর্তী প্রতিবেশী উভয়ই পাশাপাশি অন্যান্য আঞ্চলিক ও বহিরাগত-আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের সাথেও কৌশল তৈরি করে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে একটি নতুন সামুদ্রিক শৃঙ্খলা জোরদার করার উদ্যোগগুলির বিবর্তিত গতিশীলতার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থাকতে হবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে উদীয়মান সুরক্ষা আর্কিটেকচার। ভারতের উদ্যোগগুলি সামুদ্রিক ক্ষেত্রে "সুরক্ষা আঞ্চলিকতাবাদের উত্থানের" ভিত্তি স্থাপন করেছে। ভারত প্রমাণ করতে শুরু করেছে যে সমুদ্রের দিকে স্থিতিশীল আঞ্চলিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার অভিপ্রায় এবং ক্ষমতা তার রয়েছে। আসলে, বেশ কয়েকটি বিশ্লেষক যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারত বিশেষত আঞ্চলিক সামুদ্রিক শাসনে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। ভারত মহাসাগরে উদীয়মান সমুদ্র প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা যাচাই করে এক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছিলেন যে আইওএনএস 'নৌ-আন্তঃব্যবহার্যতা বৃদ্ধি, তথ্যাদি ভাগাভাগি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ' (স্কটলি, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪)। পর্যবেক্ষক আরও মন্তব্য করেছিলেন যে আইওএনএস হ'ল 'অসম্যাতীত হুমকির বিষয়টি এবং সাধারণ ট্রান্সন্যাশনাল সামুদ্রিক উদ্বেগের বিষয়টিকে মোকাবিলায় একটি পরামর্শমূলক ব্যবস্থা'। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে '...' আইন পূর্ব পূর্ব 'নীতির একটি আকর্ষণীয় মাত্রা এই সত্যের মধ্যে থাকতে পারে যে এটি ভারতের সুরক্ষার দায়িত্বগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে... [এবং ভারতের সাম্প্রতিক সামুদ্রিক] উদ্যোগগুলি প্রতিফলিত করে নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার হিসাবে নবীন অবস্থান, বা কমপক্ষে সেই লাইন ধরে অগ্রগতির প্রচেষ্টা '(সেন্ট-মজার্ড 2016, পৃষ্ঠা 188)। সাইবার-অপরাধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ইত্যাদির মতো অপ্রচলিত সুরক্ষা হুমকির মোকাবেলায় ভারতের আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রচেষ্টা সূচিত করে যে ভারত দক্ষিণ এশিয়া এবং এর বাইরেও আঞ্চলিক সুরক্ষা গতিবেগে নিজের ভূমিকা বাড়িয়ে তুলছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আঁকতে, এই কাগজটি কয়েকটি পর্যবেক্ষণের সাথে শেষ হয়েছে। প্রথমত, ভারত দক্ষিণ এশিয়া এবং তার বাইরেও আঞ্চলিকতা গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। ভারতের আঞ্চলিকতা এবং উপ-আঞ্চলিকতার প্রচেষ্টা মূলত কিছু প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির কারণে লভ্যাংশ প্রদান করেছে। এটি এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এর পূর্ব সীমান্তগুলিতে যেখানে ভারত বাংলাদেশ এবং ইসলামাবাদ সম্পর্কে Dhaka নিজস্ব পরিবর্তিত ধারণার মতো দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করেছে, উপ-আঞ্চলিকতা প্রকল্পগুলিকে অগ্রগতি করতে সক্ষম করেছে, যখন তার পশ্চিম সীমান্তে, দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক এমন সুযোগ খুলতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ উদীয়মান শক্তির মতো ভারতের স্বার্থই তার আঞ্চলিক সমবায় উদ্যোগের মূল চালক। তৃতীয়,

নয়াদিল্লি বহুল-প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক প্রশাসনের সমাধানের জন্য বিকল্প পদ্ধতি তৈরির অভিনব উপায় সন্ধান করছে। চতুর্থত, ভারত আজ আঞ্চলিক শৃঙ্খলা গঠনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছে এবং ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে এই দেশের পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিকতার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে একটি বিস্তৃত উত্থাপিত হয়েছে। 'সুরক্ষা আঞ্চলিকতা' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, ভারত তার নিষ্পত্তিস্থলে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ কূটনীতি দক্ষিণ এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে উভয়ই সক্রিয় ছিল। 'উন্নয়ন আঞ্চলিকতা' গড়ার ক্ষেত্রে, নয়াদিল্লি এই অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং 'টেকনো কূটনীতি' উভয়কেই কাজে লাগিয়েছে। আঞ্চলিকতা গড়ার ভারতের ধারণাটি একটি ক্রমবর্ধমান পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটি আঞ্চলিক একীকরণ অর্জনের জন্য উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগগুলির সাথে উপযুক্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভারতের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রচেষ্টা এখনও চলছে।